S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

- ☑ লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবণ্টন
- ☑ শব্দগঠন
- ☑ বানান/ বানানের নিয়ম
- ☑ বাক্যশুদ্ধি/ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ
- ☑ শব্দের উৎসগত পরিচয়

- ✍ শব্দগঠন :
  - ❖ সমাস
  - ❖ উপসর্গ
  - ❖ প্রত্যয়
- ✍ বাংলা বানানের নিয়ম
- ✍ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান
- ✍ বাক্য শুদ্ধিকরণের নিয়ম
- ✍ বাক্য শুদ্ধিকরণ : বিগত প্রশ্ন

মোঃ মাহফুজুর রহমান

SMS : 01613 43 20 65

বাংলা

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

০১

প্রথম পত্র
পূর্ণমান- ১০০
(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/ পেশাগত – উভয় ক্যাডারের জন্য)

	মান	টার্গেট	শিট
১। ব্যাকরণ	৫ × ৬ = ৩০		
ক) শব্দগঠন		০৬	০১ নং
খ) বানান/ বানানের নিয়ম		০৫	০১ নং
গ) বাক্যশুদ্ধি/ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ		০৫	০১ নং
ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ		০৫	০৩ নং
ঙ) বাক্যগঠন		০৫	০৩ নং
২। ভাব-সম্প্রসারণ	২০	১২	০৯ নং
৩। সারমর্ম	২০	১২	০৬ নং
৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	৩০	২০	০২,০৪,০৫,০৭,০৮নং
	১০০	৭০	

দ্বিতীয় পত্র
পূর্ণমান- ১০০
(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

১। অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫	১০	১০নং
২। কাল্পনিক সংলাপ	১৫	১০	১০নং
৩। পত্রলিখন	১৫	১২	১১নং
৪। গ্রন্থ-সমালোচনা	১৫	১০	১০নং
৫। রচনা	৪০	২৩	১২নং
	১০০	৬৫	

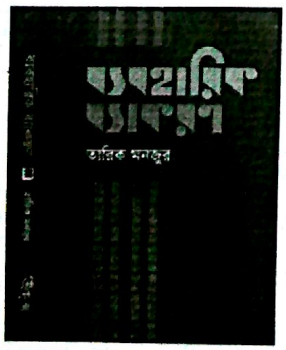

ব্যাকরণ প্রস্তুতির জন্য এরকম বই এর আগে হয়নি।

- বইটি কাদের জন্য?
  ⇨ ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য।
- বইটি কি ব্যকরণ বই?
  ⇨ এই একটি অনুশীলনমূলক ব্যাকরণ বই। ৭০টির বেশি অনুশীলনী রয়েছে।
- বইটি কি ব্যাকরণ দক্ষতা বাড়াবে?
  ⇨ শুধু ব্যাকরণ দক্ষতা বাড়াবে তাই নয়, ব্যাকরণ-ভীতিও দূর করবে।
- বইটি কি একা একা পড়া যাবে?
  ⇨ এটি গৃহশিক্ষদের কাজ করবে।
- বইয়ের অনুশীলণগুলোর উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে?
  ⇨ বইয়ের শেষেই সংযোজিত হয়েছে।

সেরা মান
দারুণ কাগজ
২৪০/-

S@ifur's-এর সব ব্রাঞ্চে পাওয়া যাচ্ছে।

Teacher's Discussion — বাংলা শব্দগঠন

প্রশ্ন- ০১। বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। (৩৫তম বিসিএস)

প্রশ্ন- ০২। নিচের শব্দগুলো কোন উপায়ে গঠিত লিখুন।

হাতল, সাহিত্যসভা, গোলাপজল, প্রদেশ, উদ্ধার, চলিষ্ণু।

শব্দ
(গঠন অনুসারে)

- মৌলিক
- সাধিত
  - ১. সমাস-সাধিত
  - ২. উপসর্গ-সাধিত
  - ৩. প্রত্যয়-সাধিত

ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই ভাষার মূল উপকরণ। যেমন- গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন-

১. সমাস-সাধিত : বিদ্যালয় (বিদ্যা + আলয়)
২. উপসর্গ-সাধিত : উদ্ধার (উৎ + হার)
৩. প্রত্যয়-সাধিত : চলিষ্ণু (চল্ + ইষ্ণু)।

Student Work — বাংলা শব্দগঠন : সমাস

মা-বাপ, হাসি-খুশি, দা-কুমড়া, জেলে-জলে, আড়-আড়, সহা-বিশ্ব, হাট-বাজার, ঘর-বাড়ি, কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, হাতে-কলমে, মায়ে-ঝিয়ে, দম্পতি (জায়া ও পতি), জজসাহেব = যিনি জজ তিনিই সাহেব, চালাক-চতুর = যে চালাক সেই চতুর, নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম, আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আলু, সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি, মহাকবি = মহান যে কবি, মহাকীর্তি = মহতী যে কীর্তি, মহাজ্ঞান = মহৎ যে জ্ঞান, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ, ভ্রমরকালো = ভ্রমরের ন্যায় কালো, মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়, শোকানল = শোক রূপ অনল, দুধভাত, অন্নাভাব, বজ্রকঠিন, কাজললতা, করপল্লব, পুরুষসিংহ, বিষাদসিন্ধু, মনমাঝি, ভবনদী, নীলকণ্ঠ, আশীবিষ, কানাকানি, বেতার, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ, আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা, গলায়গলায়, চৌচালা, দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, মহাকাব্যের পদ যে = মহাপদ, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ, হতশ্রী, খোশমেজাজ, কথাসর্বস্ব, হাতাহাতি, অজ্ঞান, বেহেড, নাছোড়, নির্ভুল, নিরুপদ্রবী, হাতেখড়ি, একচোখা, ঘরমুখো, নি-খরচে, মাথায়পাগড়ি, বদমাশি, ত্রিফলা, তেপায়া, অষ্টধাতু, চারহাতি, পঞ্চভূত, সেতার, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ, মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, গাছে পাকা = গাছপাকা, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, বিপদাপন্ন, পরলোকগত, শ্রমলব্ধ, মধুমাখা, ধনাঢ্য, একোন, জ্ঞানশূন্য, শীতক্লম, বসতবাড়ি, বিয়েপাগলা, ধাঁধালাগা, ফুলদানো, জেলমুক্ত, খেয়াঘাট, পক্ষীরাজ, ত্রিভুবন, ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রবধূ, হাসিমুখ, দিবানিদ্রা, অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, অনাচার, অকাতর, অনাদর, বেতাল, বেহুঁশ, নাতিদীর্ঘ, অকাল/ আকাল, আধোয়া, নিরুপায়, নির্ঝঞ্ঝাট, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, বেলাজ, অচেনা, অনাবাদী, [illegible], জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ, গায়েপড়া, বিয়েভাঙা, কলেহাঁটা, কানেকলম, কানেখাটো, কলেরগান, ঘোড়ারডিম, হাতেখড়ি, মাথায়পাগড়ি, মাথায়ছাতা, উপকূল = কূলের সমীপে, উপগ্রহ = গ্রহের সদৃশ/ তুল্য, প্রতিদিন = দিন দিন, প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ,

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার প্রতিনিধি, অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে, অনুগমন = পশ্চাৎ গমন, আনত = ইষৎ নত, আজীবন = জীবন পর্যন্ত, নিরামিষ = অমিষের অভাব, যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে, উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত, উপকণ্ঠ, উপশহর, উপবন, প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব, অনুতাপ, অনুধাবন, আরক্তিম, আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল, নির্ভাবনা, নির্জল, নিরুৎসাহ, যথাসাধ্য, যথাযোগ্য, উদ্বেল, উৎকণ্ঠা, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি = প্রগতি, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, কাল (যম) তুল্য সাপ = কালসাপ, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই, তুমি আমি ও সে = আমরা।

Student Work

বাংলা শব্দগঠন : উপসর্গ

অকেজো, অচেনা, অপয়া, অচিন, অজানা, অথৈ, অঝোর, অঝোরে অজ পাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর অঘারাম, অঘাচণ্ডী অনাবৃষ্টি, অনাদর অনাছিষ্টি, অনাচার, অনামুখো, আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি আকাঠা, আগাছা আড়চোখে, আড়নয়নে আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা আড়কোলা, আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি আনকোরা আনচান, আনমনা আবছায়া, আবডাল, ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে ইতিকথা, ইতিহাস উনপাঁজুরে, উনিশ কদবেল, কদর্য, কদাকার কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো বিভূঁই, বিফল, বিপথ ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট সাজিরা, সাজোয়ান সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার প্রবেশ, প্রস্থান প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ পরাজয়, পরাভব অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন অপমৃত্যু সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর সমাগত, সম্মুখ নিবৃত্তি নিবারণ, নির্ণয় নিদাঘ, নিদারুণ নিষ্কলুষ, নিষ্কাম অবজ্ঞা, অবমাননা অবরোধ, অবগাহন, অবগত অবতরণ, অবরোহণ অবশেষ, অবসান, অবেলা অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুতাপ, অনুকরণ অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন অনুকূল, অনুকম্পা নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসনদুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নামদুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল বিচরণ, বিক্ষেপ বিকার, বিপর্যয় সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল সুগম, সুসাধ্য, সুলভ সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন উৎপাদন, উচ্চারণ উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী অধিরোহণ, অধিষ্ঠান অধিকার, অধিবাস, অধিগত পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন পরিশেষ পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদিন, প্রতিমাস প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার উপকূল, উপকণ্ঠ উপদ্বীপ, উপবন উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা উপনয়ন, উপভোগ অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত অভিযান, অভিসার অভিমুখ, অভিবাদন অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয় অতিমানব, অতিপ্রাকৃত আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র আরক্ত, আভাস, আনত আদান, আগমন।

বিদেশি উপসর্গ

ক. ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	উদাহরণ
কার	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার
দর	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
নিম	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-সন, ফি-মাস
বদ	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
বে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকায়দা, বেতার, বেকার
বদ	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
ব	বমাল, বনাম, বকলম
কম	কমজোর, কমবখ্‌ত

খ. আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	উদাহরণ
আম	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
লা	লাজবাব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	উদাহরণ
ফুল	ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলবাবু, ফুলপ্যান্ট
হাফ	হাফহাতা, হাফটিকিট, হাফস্কুল, হাফপ্যান্ট
হেড	হেডমাস্টার, হেডঅফিস, হেডপণ্ডিত, হেডমৌলভি
সাব	সাবঅফিস, সাবজজ, সাবইন্‌সপেক্টর

Student Work

বাংলা শব্দগঠন : প্রত্যয়

মনু + অ = মানব, যদু + অ = যাদব, রাবণ + ই = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ + ই = দাশরথি (রাম), জনক + ই = জানকি (সীতা), শিব + অ = শৈব, জিন + অ = জৈন, শিশু + অ = শৈশব, গুরু + অ = গৌরব, কিশোর + অ = কৈশোর, পৃথিবী + অ = পার্থিব, দেব + অ = দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম) + অ = চৈত্র, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, বেদ + ইক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ইক = বৈজ্ঞানিক, সমুদ্র + ইক = সামুদ্রিক, নগর + ইক = নাগরিক, মাস + ইক = মাসিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক, সমর + ইক = সামরিক, সমাজ + ইক = সামাজিক, হেমন্ত + ইক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ইক = আকস্মিক, বিমাতা + এয় = বৈমাত্রেয়, ধর্ + অ = ধর, মার্ + অ = মার, হার্ + অ = হার, জিত্ + অ = জিত, কাঁদ্ + অ = কাঁদ, পড়্ + অ = পড়, মর্ + অ = মর, ডুব্ + উ = ডুবু, উড়্ + উ = উড়ু, কাঁদ্ + অন = কাঁদন, খা + অন = খাওন, ছা + অন = ছাওন, জানা + আন = জানানো, দুল্ + অনা = দোলনা, খেল্ + অনা = খেলনা, চির্ + অনি = চিরুনি, বাঁধ্ + অনি = বাঁধুনি, আঁট্ + অনি = আঁটুনি, উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত, ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মুড়্ + অক = মোড়ক, ঝল্ + অক = ঝলক, পড়্ + আ = পড়া, চড়্ + আই = চড়াই, সিল্ + আই = সিলাই, পাকড়্ + আও = পাকড়াও, চড়্ + আও = চড়াও, চাল্ + আন = চালানো, মান্ + আন = মানানো, জান্ + আনি = জানানি, শুন্ + আনি = শুনানি, উড়্ + আনি = উড়ানি, উড়্ + উনি = উড়ুনি, ডুব্ + আরি/উরি = ডুবুরি, মাত্ + আল = মাতাল, মিশ্ + আল = মিশাল, ভাজ্ + ই = ভাজি, বেড়্ + ই = বেড়ি, মর্ + ইয়া = মরিয়া, বল্ + ইয়ে = বলিয়ে, ডাক্ + উ = ডাকু, ঝাড়্ + উ = ঝাড়ু, উড়্ + উ = উড়ু, পড়্ + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো, উড়্ + উয়া = উড়ুয়া > উড়ো, উড়্ + ও = উড়ো, ফির্ + তা = ফিরতা, পড়্ + তা = পড়তা, বহ্ + তা = বহতা, ঘাট্ + তি = ঘাটতি, বাড়্ + তি = বাড়তি, কাঁদ্ + না = কান্না, রাঁধ্ + না = রান্না, নী + অনট্ = নয়ন, শ্রু + অনট্ = শ্রবণ, জ্ঞা + ক্ত = জ্ঞাত, খ্যা + ক্ত = খ্যাত, পঠ্ + ক্ত = পঠিত, সিচ্ + ক্ত = সিক্ত, মুচ্ + ক্ত = মুক্ত, ভুজ্ + ক্ত = ভুক্ত, গম্ + ক্ত = গত, গ্রন্থ্ + ক্ত = গ্রথিত, চুর্ + ক্ত = চূর্ণ, ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন, জন্ + ক্ত = জাত, দা + ক্ত = দত্ত, দহ্ + ক্ত = দগ্ধ, বচ্ + ক্ত = উক্ত, বপ্ + ক্ত = উপ্ত, মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ, যুধ্ + ক্ত = যুদ্ধ, লভ্ + ক্ত = লব্ধ, স্বপ্ + ক্ত = সুপ্ত, সৃজ্ + ক্ত = সৃষ্ট, হন্ + ক্ত = হত, গম্ + ক্তি = গতি, মন্ + ক্তি = মতি, রম্ + ক্তি = রতি, শ্রম্ + ক্তি = শ্রান্তি, শম্ + ক্তি = শান্তি, বচ্ + ক্তি = উক্তি, মুচ্ + ক্তি = মুক্তি, ভজ্ + ক্তি = ভক্তি, গৈ + ক্তি = গীতি, সিধ্ + ক্তি = সিদ্ধি, বুধ্ + ক্তি = বুদ্ধি, শক্ + ক্তি = শক্তি, কৃ + তব্য = কর্তব্য, দা + তব্য = দাতব্য, পঠ্ + তব্য = পঠিতব্য, কৃ + অনীয় = করণীয়, রক্ষ্ + অনীয় = রক্ষণীয়, দা + তৃচ্ = দাতা, মা + তৃচ্ = মাতা, ক্রী + তৃচ্ = ক্রেতা, যুধ্ + তৃচ্ = যোদ্ধা, পঠ্ + ণক = পাঠক, নী + ণক = নায়ক, গৈ + ণক = গায়ক, লিখ্ + ণক = লেখক, পূঁজি + ণক = পূজক, দা + ণক = দায়ক, বি + ধা + ণক = বিধায়ক, কৃ + ঘ্যণ্ = কার্য, ধৃ + ঘ্যণ্ = ধার্য, দা + য = দেয়, হা + য = হেয়, গম্ + য = গম্য, লভ্ + য = লভ্য, গ্রহ্ + ণিন = গ্রাহী, পা + ণিন = পায়ী, আত্ম + হন্ + ণিন = আত্মঘাতী, শ্রম্ + ইন্ = শ্রমী, জি + অল্ = জয়, ক্ষি + অল্ = ক্ষয়, হন্ + অল = বধ, চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু, ঈশ্ + বর = ঈশ্বর, ভাস্ + বর = ভাস্বর, হিংস্ + র = হিংস্র, নম্ + র = নম্র, ভু + উক = ভাবুক, জাগৃ + উক = জাগরূক, দীপ্ + শানচ্ = দীপ্যমান, চল্ + শানচ্ = চলমান, বৃধ্ + শনচ্ = বর্ধমান, বস্ + ঘঞ্ = বাস, যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ, ক্রুধ্ + ঘঞ্ = ক্রোধ, খদ্ + ঘঞ্ = খেদ, ভিদ্ + ঘঞ্ = ভেদ, ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ, পচ্ + ঘঞ্ = পাক, শুচ্ + ঘঞ্ = শোক, নন্দি + অন = নন্দন, চোর-চোরা, কেষ্ট-কেষ্টা, ডিঙি-ডিঙা, বাঘ-বাঘা, হাত-হাতা, হাজির-হাজিরা, চাষ-চাষা, দখিন-দখিনা, কানু-কানাই, নিম-নিমাই, ঢাকা-ঢাকাই, পাবনা-পাবনাই, ইতর-ইতরামি, ফাজিল-ফাজলামো, ঘর-ঘরামি, জেঠা-জেঠামি, ছেলে-ছেলেমি, বাহাদুর-বাহাদুরি, ডাক্তার-ডাক্তারী, জমিদার-জমিদারী, দোকান-দোকানী, ভাগলপুর-ভাগলপুরী, মাদ্রাজ-মাদ্রাজী, পাথর-পাথুরে, মাটি-মেটে, বালি-বেলে, জাল-জেলে, মোট-মুটে, খুন-খুনে, দেমাক-দেমাকে, না-নেয়ে, জ্বর-জ্বরো, বাত-বেতো, টাক-টেকো, মাছ-মেছো, ঢাল-ঢালু, তামা-তামাটে, লাজ-লাজুক, মাছ + উয়া = মেছো, বাত + উয়া = বেতো, টাক + উয়া = টেকো, জাল + ইয়া = জেলে, বালি + ইয়া = বেলে, মাটি + ইয়া = মেটে, কুসুম

+ ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, নীল + ইমন্ = নীলিমা, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, ঊর্মি + ইল = ঊর্মিল, ফেন + ইল = ফেনিল, গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ, জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন, সুখ + ইন্ = সুখিন, গুণ + ইন্ = গুণিন, মান + ইন্ = মানিন, জ্ঞান + ইন্/ ঈ = জ্ঞানী, গুণ + ইন্/ ঈ = গুণী, জ্ঞান + ইনী = জ্ঞানিনী, গুণ + ইনী = গুণিনী, বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ব, মধুর + তর = মধুরতর, প্রিয় + তম = প্রিয়তম, সর্বজন + নীন = সর্বজনীন, কুল + নীন = কুলীন, নব + নীন = নবীন, জল + নীয় = জলীয়, বায়ু + নীয় = বায়বীয়, বর্ষ + নীয় = বর্ষীয়, গুণ + বতুপ্ = গুণবান, দয়া + বতুপ্ = দয়াবান, শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান, মেধা + বিন্ = মেধাবী, মায়া + বিন্ = মায়াবী, তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী, যশঃ + বিন্ = যশস্বী, মধু + র = মধুর, মুখ + র = মুখর, শীত + ল = শীতল, বৎস + ল = বৎসল, মনু + ষ্ণ = মানব, যদু + ষ্ণ = যাদব, শিব + ষ্ণ = শৈব, জিন + ষ্ণ = জৈন, শিশু + ষ্ণ = শৈশব, গুরু + ষ্ণ = গৌরব, কিশোর + ষ্ণ = কৈশোর, পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব, দেব + ষ্ণ = দৈব, চিত্র + ষ্ণ = চৈত্র, সূর্য + ষ্ণ = সৌর, মনুঃ + ষ্ণ্য = মনুষ্য, জমদগ্নি + ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য, সুন্দর + ষ্ণ্য = সৌন্দর্য, শূর + ষ্ণ্য = শৌর্য, ধীর + ষ্ণ্য = ধৈর্য, কুমার + ষ্ণ্য = কৌমার্য, পর্বত + ষ্ণ্য = পার্বত্য, বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য, রাবণ + ষ্ণি = রাবণি, দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি, সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক, বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক, সমুদ্র + ষ্ণিক = সামুদ্রিক, হেমন্ত + ষ্ণিক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ষ্ণিক = আকস্মিক, ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়, অগ্নি + ষ্ণেয় = আগ্নেয়, বিমাতা + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়।

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

ক. হিন্দি

১. ওয়ালা : বাড়িওয়ালা, দাড়িওয়ালা।
২. ওয়ান : গাড়োয়ান, দারোয়ান।
৩. আনা : মুনশীআনা, বিবিআনা।
৪. পনা : গিন্নিপনা, বেহায়াপনা।
৫. সা : পানিসা > পানসে, কালসা > কালচে।

খ. ফারসি

৬. গর > কর : কারিগর, বাজিকর।
৭. দার : তাঁবেদার, পাহারাদার।
৮. বাজ/ বাজি : ধোঁকাবাজ/ ধোঁকাবাজি, গলাবাজ/ গলাবাজি।
৯. বন্দি : জবানবন্দি, নজরবন্দি।
১০. সই : জুতসই, মানানসই।

Teacher's Discussion

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

প্রশ্ন- ০১। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অতৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

প্রশ্ন- ০২। বানান শুদ্ধ করে বানানের নিয়ম লিখুন :

পর্তুগীজ, দারিদ্র, পরিস্কার, প্রবন, মনযোগ, একাডেমী।

তৎসম শব্দ

তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে এই বানানরীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসৃত হবে।

তবে যে সব তৎসম শব্দেই ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঙ্ক্তি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, ঊর্ণা, ঊষা।

রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃতয়ংগম সংঘটন। বিকল্পে ঙ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ হবে। যেমন : আকাঙ্ক্ষা।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

ই উ

সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, বিবি, কেরানি, দেশি, পশমি, খাসি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনত্রিশ।

অনুরূপভাবে -আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি। তবে নাম-বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ঈ-কার চলতে পারে।

সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী পড়ছ? কী খেলে? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুরাশা!
অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

র, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর, ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসারে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিদে, াদি লেখা হবে।

ন্য ণ, দন্ত্য ন

সম শব্দের বানানে ণ, ন-এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ, ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, পোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

সম শব্দে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড, কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর আগেও কেবল ন হবে।

ষ, স

সম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।

শী মূল শব্দে শ, ষ, স-এর যে প্রতিবর্ণ বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, ত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, মিসকিন, আপসোস, সাদা, পোশাক, বেহেশত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে।

ম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : কৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, র, স্ট্রিট।

ষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

-ফারসি শব্দে 'সে' ث, 'সিন' س, 'সোয়াদ' ص বর্ণগুলির প্রতিবর্ণ-রূপে স, এবং 'শিন' ش-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, তসলিম, ম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশত।

ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : মিছিল, মিছরি, তছনছ।

জি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।
question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপে, যেমন : কোএশ্চন হতে পারে।

S@ifur's BCS

জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে' ز, 'যাল' ذ, 'যোয়াদ' ض, 'যোই' ظ রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সে-ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন : আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমাযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ 'জ' দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

এ, অ্যা

বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড, নেট, বেড, শেড।

বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যাণ্ড, অ্যাবসার্ড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদ্‌ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিবিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

ও

ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার হবে না। যেমন : বলল, আছ, কর।

ং, ঙ

তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দু'টি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানেতাই করা হয়েছে।

রেফ (র্) ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

বিসর্গ

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমল, প্রায়শ। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দশেষের বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : পুনঃপুনঃ।

পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ।

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আনো প্রত্যয়ান্তে শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্কস, শেক্সপিয়ার, ইস্রাফিল।

হসচিহ্ন

হসচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্।

যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল্।

ঊর্ধ্বকমা

ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।

ণত্ব বিধান

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে, সবসময় মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– ঘণ্টা, লণ্ঠন।

২. ঋ, র, ষ-এর পরে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– ঋণ, বর্ণ, ভীষণ।

৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য/ য়/ হ/ ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কৃপণ (ঋ-কারের পরে প্, তার পরে ণ)।

৪. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– বাণিজ্য, লবণ।

সতর্কতা

ক. সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না। যেমন– ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, অগ্রনায়ক।

খ. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন– অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

গ. ক্রিয়াপদে সর্বদাই 'ন' হয়। যেমনঃ করেন, করুন, ধরুন, ধরেন, মারেন ইত্যাদি।

ঘ. খাঁটি বাংলা শব্দে ও অতৎসম শব্দে (অর্থাৎ তদ্ভব শব্দে) সর্বদা দন্ত্য-ন হবে। [বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে মূল সংস্কৃত শব্দের যে রূপটি বাংলায় সরাসরি না এসে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে ঢুকেছে, তাকে বলা হয় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ্ঞ শব্দ। সংস্কৃত 'চন্দ্র' শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে চন্দ এবং বাংলায় হয়েছে চাঁদ। চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ। এ ধরনের শব্দের মূল সংস্কৃত বানানে মূর্ধন্য-ণ বহাল থাকবে, কিন্তু তদ্ভব শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর স্থলে দন্ত্য-ন হবে।]

যেমন :

সংস্কৃত (তৎসম)	পরিবর্তিত (তদ্ভব/অর্ধতৎসম)
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান
কর্ণ	কান
ক্ষণিক	খানিক
তৎক্ষণ	তখন
প্রাণ	পরান
ব্রাহ্মণ	বামুন
লবণ	নুন

তৎসম	তদ্ভব/অর্ধতৎসম
কঙ্কণ	কাঁকন
কৃষাণ	কিষান
ঘৃণা	ঘেন্না
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন
বর্ষণ	বরিষন
যন্ত্রণা	যাতনা
শ্রবণ	শোনা

ষত্ব বিধান

১. ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– কষ্ট, স্পষ্ট।

২. ঋ ও র-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– ঋষি, কৃষক, বর্ষা।

৩. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ।

৪. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– আষাঢ়, ঊষা।

সতর্কতা

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন–

আরবি ঃ নকশা, মুশকিল, শয়তান, মজলিস, সনদ, ফসল।

ইংরেজি ঃ কমিশন, ব্রিটিশ, মেশিন, স্যার, সিলেবাস, বাস।

ফারসি ঃ খুশি, খোশ, চশমা, আসর, খানসামা, রসিদ।

খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

Sojib's BCS

ণত্ব বিধান

অরণ্য, উদাহরণ, চারণ, ধারণ, প্রেরণা, রণ, অরুণ, করণ, জাগরণ, ধারণা, বরণ, শরণ, অলংকরণ, করুণ, জারণ, নিবারণ, আচরণ, করণীয়, তরুণী, বরুণ, সংস্করণ, আবরণ, কারণ, তোরণ, পূরণ, বিতরণ, সাধারণ, পুরাণ, সন্তরণ, আহরণ, কিরণ, ত্বরণ, প্রচারণা, ভরণ, স্মরণ, উচ্চারণ, ক্ষরণ, দারুণ, ব্যাকরণ, সারণি, হরিণ, মরণ, প্রেরণ, ধরণি/ণী, চরণ, উত্তরণ, আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ, পূর্ণিমা, বিদীর্ণ, উদ্‌গীর্ণ, ঘূর্ণি, নির্ণয়, বর্ণ, বিস্তীর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, পূর্ণ, বিকীর্ণ, স্বর্ণ, আমন্ত্রণ, দ্রোণ, প্রণয়, প্রণীত, ব্রণ, যন্ত্রণা, ঘ্রাণ, নিমন্ত্রণ, প্রণতি, প্রণেতা, ভ্রূণ, ত্রৈণ, চিত্রণ, নিয়ন্ত্রণ, প্রণাম, প্রাণ, মিশ্রণ, শ্রেণি/ণী, ত্রাণ, পরিত্রাণ, প্রণালী, প্রাণী, মুদ্রণ, ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ, মৃণাল, অন্বেষণ, ঘর্ষণ, পাষাণ, বিকর্ষণ, বিষাণ, শোষণ, আকর্ষণ, ঘোষণা, পেষণ, বিভীষণ, বিষ্ণু, ষণ্ড, কর্ষণ, তোষণ, পোষণ, বিশেষণ, ভাষণ, ষাণ্মাসিক, কৃষাণ, দূষণ, প্রেষণ, বিশ্লেষণ, ভীষণ, গবেষণা, নিষ্পেষণ, বর্ষণ, বিষণ্ন, ভূষণ, ক্ষণ, তীক্ষ্ণ, নিরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, ভক্ষণ, লক্ষণ, ক্ষুণ্ন, দক্ষিণ, পরীক্ষণ, প্রেক্ষণ, মোক্ষণ, শিক্ষণ, ক্ষণিক, দক্ষিণা, পর্যবেক্ষণ, বিচক্ষণ, রক্ষণ, সমীক্ষণ, ক্ষীণ, দূরবীক্ষণ, প্রদক্ষিণ, বীক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, অর্পণ, উপক্রমণিকা, তর্পণ, পরিহরণ, রক্ষিণী, শ্রাবণ, অকর্মণ্য, কৃপণ, দর্পণ, পূর্বাহ্ণ, রঙ্গিণী, সন্তর্পণ, আক্রমণ, ক্ষেপণাস্ত্র, দ্রবণ, প্রাঙ্গণ, রমণী, সমর্পণ, অগ্রহায়ণ, গৃহিণী, দ্রাবণ, বর্ষণ, রুগ্‌ণ, সর্বাঙ্গীণ, আরোহণ, গ্রহণ, নিরূপণ, ব্রাহ্মণ, রোপণ, অপরাহ্ণ, গ্রামীণ, নিষ্ক্রমণ, ভ্রমণ, লক্ষ্মণ, উৎক্ষেপণ, চর্বণ, পার্বণ, ভ্রাম্যমাণ, শ্রবণ, কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট, নিষ্কণ্টক, বণ্টন, বণ্টিত, ঘণ্ট, ঘণ্টিকা, অকুণ্ঠ, আকণ্ঠ, উপকণ্ঠ, কণ্ঠহার, কুণ্ঠিত, ময়ূরকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, অকুণ্ঠিত, উৎকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠা, গুণ্ঠন, লণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, উৎকণ্ঠা, কণ্ঠনালি, কণ্ঠাস্থি, নীলকণ্ঠ, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠিতা, উৎকণ্ঠিত, কণ্ঠস্থ, কুণ্ঠা, ভূলুণ্ঠিত, সুকণ্ঠ, অকালকুষ্মাণ্ড, খণ্ড, চণ্ড, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, পিণ্ড, ভূমণ্ডল, মেরুদণ্ড, অখণ্ড, খণ্ডন, চণ্ডমূর্তি, ন্যায়দণ্ড, পিণ্ডি, মণ্ড, রাজদণ্ড, অখণ্ডনীয়, খণ্ডবিখণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ড, পুণ্ড্র, মণ্ডন, লঙ্কাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, খণ্ডানো, চণ্ডী, পণ্ডশ্রম, প্রকাণ্ড, মণ্ডপ, লণ্ডভণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, খণ্ডিত, ঠাণ্ডা, পণ্ডিত, প্রচণ্ড, মণ্ডল, অণ্ড, খাণ্ডার, ডাণ্ডা, পরিমণ্ডল, প্রাণদণ্ড, মণ্ডলী, ষণ্ড, উল্কাপিণ্ড, গণ্ড, তাণ্ডব, পাওনাগণ্ডা, বাগ্‌বিতণ্ডা, মণ্ডা, ষণ্ডা, কাণ্ড, গণ্ডগ্রাম, তুলাদণ্ড, পাণ্ডব, বায়ুমণ্ডল, মণ্ডিত, হিমমণ্ডল, কাণ্ডজ্ঞান, গণ্ডমূর্খ, দণ্ড, পাণ্ডা, বিতণ্ডা, মানদণ্ড, কাণ্ডারী, গণ্ডা, দণ্ডনীয়, পাণ্ডিত্য, বেত্রদণ্ড, মুখমণ্ডল, কুণ্ড, গণ্ডার, দণ্ডমুণ্ড, পাণ্ডুর, ভণ্ড, মুণ্ড, কুণ্ডলী, গণ্ডি, দণ্ডায়মান, পাণ্ডুলিপি, ভণ্ডামি, মুণ্ডন, কূপমণ্ডুক, গণ্ডূষ, দিঙ্‌মণ্ডল, পাষণ্ড, ভূখণ্ড, মুণ্ডপাত, পরিণত, পরিণাম, প্রণয়, প্রণিধান, প্রণোদিত, প্রবীণ, নির্ণয়, পরিণতি, প্রণত, প্রণয়ন, প্রণিপাত, প্রবণ, প্রমাণ, নির্ণায়ক, পরিণয়, , প্রণাম, প্রণীত, প্রবাহিণী, প্রয়াণ, নির্ণীত, উত্তর + অয়ন = উত্তরায়ণ, পর + অয়ন = পরায়ণ, পার + অয়ন = পারায়ণ, রবীন্দ্র + অয়ন = রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্র + অয়ন = চন্দ্রায়ণ, নার + অয়ন = নারায়ণ, রাম + অয়ন = রামায়ণ, প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অণু, কল্যাণ, কণা, নিক্বণ, ফণা, চিক্কণ, কণিকা, গণিকা, কাণ, উৎকুণ, কণা, মণি, কঙ্কণ, বাণ, শাণ, কল্যাণ, পিণাক, কফোণি, লাবণ্য, ফণী, বণিক, নিপুণ, পাণি, চাণক্য, পণ, মাণিক্য, গণ, বীণা, বেণু, বেণী, বাণী, গুণ, তূণ, ঘুণ, অণু, মৎকুণ, বাণিজ্য, কিণ, কোণ, পুণ্য, গৌণ, লবণ, পণ্য, ভণিতা, শোণিত, শোণ, স্থাণু, শণ, ভাণ, আপণ, বিপণি, গ্রিন (গ্রিণ নয়), আলবেরুনি (আলবেরুণি নয়), ব্রেইন (ব্রেইণ নয়), ড্রেইন (ড্রেইণ নয়), ইস্টার্ন (ইস্টার্ণ নয়), আয়রন, ইরান, কার্নিশ, কুর্নিশ, কেরানি, কোরান, ক্লোরিন, জার্মান, ট্রেনিং, ফার্নিচার, বার্নার, বার্নিশ, মেরুন, রানার, শিরনি, সাইরেন, হর্ন, স্যাকারিন, হ্যারিকেন, হারমোনিয়াম, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিবার, নিরন্ন, নীরন্ধ্র, প্রনষ্ট, সর্বনাম, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিমিত্ত, নির্গমন, পরনিন্দা, বহির্গমন, হরিনাম, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নিরিক্ষ্য, নির্নিমেষ, পরান্ন, রূপবান, ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুর্নাম, দুর্নীতি, নিষ্পন্ন, পুরুষানুক্রমে, শ্রীমান্।

ষত্ব বিধান

ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, দৃষ্টি, সৃষ্টি, আকর্ষণ, পার্ষদ, বর্ষীয়, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, শীর্ষক, ঈর্ষা, বর্ষ, বর্ষীয়ান, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ, উৎকর্ষ, বর্ষণ, বার্ষিক, মহর্ষি, শতবার্ষিক, সপ্তর্ষি, পর্ষদ, বর্ষী, বার্ষিকী, মহাকর্ষ, শীর্ষ, হর্ষ, অধিষদ, অভিষেক, পরিষদ, পরিষ্কার, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান, বিষণ্ন, বিষম, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ, অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান, সুষম। সিচ্- নিষেক, নিষিক্ত; সদ্- বিষাদ, বিষণ্ন; সিধ্- প্রতিষেধ, নিষেধ, নিষিদ্ধ, ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই + ষ্- ব এর পরে ই-এর ব্যবধান), চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, চক্ষুষ্মান, মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, কল্যাণীয়েষু, ইষণ, ঈষ, উষ্ণ, উষর, এষণ, ঐষিক, ওষধি, ঔষধ, ইষু, ঈষৎ, সুষম, উষা, এষা, বৈষ্ণব, ওষুধ, পৌষ, বিষয়, ভীষণ, তুষার, ভূষণ, দ্বেষ, বৈষয়িক, পোষণ, কৌষের, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মঞ্জুষা, দূষণ, বিশেষ, কোষাধ্যক্ষ, কল্যাণীয়েষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পাদেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, অনিষ্ট, অদৃষ্ট, অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি,

অনির্দিষ্ট, অন্তর্দৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, অপচেষ্টা, অপুষ্টি, অবশিষ্ট, অষ্ট, আকৃষ্ট, আড়ষ্ট, আদিষ্ট, আবিষ্ট, ইষ্ট, উপবিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উষ্ট্র, কষ্ট, কৃষ্টি, চেষ্টা, তুষ্ট, দুষ্ট, দৃষ্টি, দৃষ্টান্ত, দ্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, নষ্ট, নির্দিষ্ট, নিকৃষ্ট, নিবিষ্ট, পরিশিষ্ট, পিষ্ট, প্রবিষ্ট, পুষ্টি, প্রকৃষ্ট, প্রচেষ্টা, বিনষ্ট, বিশিষ্ট, বৃষ্টি, বেষ্টন, বেষ্টিত, বৈশিষ্ট্য, ভ্রষ্ট, মিষ্ট, যথেষ্ট, রুষ্ট, রাষ্ট্র, সর্বোৎকৃষ্ট, সৃষ্টি, সৃষ্ট, স্পষ্ট, স্পৃষ্ট, স্রষ্টা, হৃষ্টপুষ্ট, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, অতিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ, কাষ্ঠ, কোষ্ঠী, গরিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, পৃষ্ঠ, প্রকোষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, বলিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির, যূপকাষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী, সৌষ্ঠব, সুষ্ঠু, ভাষা, ষট্, আষাঢ়, ষণ্ড, কষিত, পাষাণ, ইষু, পাষণ্ড, কষা, কাষ্ঠ, কষ্ট, আভাষ, বাষ্প, মূষিক, অষ্ট, পৌষ, পুষ্প, শষ্প, ভাষ্য।

Teacher's Discussion

বাক্য শুদ্ধিকরণের নিয়ম

নিয়ম ঃ ০১ **বাচ্যজনিত ভুল ঃ** কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ হবে।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি।

নিয়ম ঃ ০২ **বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের কিংবা বিশেষণের বাহুল্য প্রয়োগজনিত ভুল ঃ** বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদকে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ পদকে বিশেষ্য ভেবে পদ পরিবর্তন করে এ ধরনের ভুল করা হয়। যেমন– 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ নয়।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

নিয়ম ঃ ০৩ **পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত ভুল ঃ** একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের পুনরুক্তি বা বাহুল্য ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। তবে বাংলায় অনেক বিশিষ্ট লেখকের এ ধরনের শিথিল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'অশ্রুজল' শব্দটি। কিন্তু অশ্রু অর্থই চোখের জল। এক্ষেত্রে অশ্রুর সাথে আবার জল যোগ করা বাহুল্য দোষের পর্যায়ে পড়ে।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : সমূলসহ বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : সমূলে বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে।
এখানে 'সহ' শব্দটি 'সমূল' শব্দের মধ্যে লুকায়িত; তাই সমূলসহ শব্দটি 'সহ' শব্দ দ্বারা বাহুল্য দোষে দুষ্ট।
একই ভাবে 'অশ্রুজল' নয় 'অশ্রু', আয়ত্তাধীন নয় 'অধীন' বা 'আয়ত্তে', 'ইদানিংকালে' নয় 'ইদানিং' ইত্যাদি।

নিয়ম ঃ ০৪ **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল ঃ** শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন– অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ; সস্ত্রীক (স্ত্রী সহ) বোঝাতে স্বস্ত্রীক (নিজের স্ত্রী) শব্দের প্রয়োগ।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

নিয়ম ঃ ০৫ **বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি ঃ** বহুত্ব বোঝাতে আমরা বহুবচন ব্যবহার করি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি, গুলো, রা, এরা ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন তৈরি করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, বহুবচনের পরে দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ কোনো শব্দকে এক বার বহুবচনে রূপান্তরিত করলে পুনরায় তার বহুত্ব অপ্রয়োজনীয়। তাই অগণিত, অনেক, বহু, যাবতীয়, সব ইত্যাদি যত বহুত্ববাচক শব্দ আছে, তাদের পরে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/গুলো ইত্যাদি যুক্ত হবে না।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।
শুদ্ধ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।

নিয়ম ঃ ০৬ **'তা' এবং 'ত্ব' প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ ঃ** 'তা' এবং 'ত্ব' হল বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়, যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারও 'তা' বা 'ত্ব' যুক্ত করলে ভুল হবে। যেমন ঃ 'ধীর' বিশেষণ শব্দের সাথে 'তা' যোগ করে বিশেষ্যবাচক শব্দ 'ধীরতা' হয়। কিন্তু 'ধীর' এর সঙ্গে বিশেষ্যবাচক 'য' প্রত্যয় যোগ করে 'ধৈর্য' বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। ফলে 'ধৈর্য' শব্দের সঙ্গে আবারও বিশেষ্যবাচক 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : রচনাটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

নিয়ম ঃ ০৭ **সমাস সংক্রান্ত ত্রুটি ঃ** সমাস নিষ্পন্ন কিছু শব্দ বানানের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয়। যেমন- আহোরাত্রি (হবে অহোরাত্র), পিতাহীন (হবে পিতৃহীন) কুঅর্থ (হবে কদর্থ)। তেমনি অহর্নিশি নয় অহর্নিশ, অতলস্পর্শী নয় অতলস্পর্শ, অর্ধরাত্রি নয় অর্ধরাত্র, দিবারাত্রি নয় দিবারাত্র, ভ্রাতাবৃন্দ নয় ভ্রাতৃবৃন্দ, সুবুদ্ধিমান নয় সুবুদ্ধি, যুবরাজা নয় যুবরাজ, মাতাজাতি নয় মাতৃজাতি ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : পিতাহীন শিশুটিকে অবহেলা করো না।
শুদ্ধ : পিতৃহীন শিশুটিকে অবহেলা করো না।

নিয়ম ঃ ০৮ **সন্ধিজনিত ত্রুটি ঃ** সন্ধিজনিত কিছু ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন– অত্যাধিক (হবে অত্যধিক = অতি + অধিক), ইতিপূর্বে (হবে ইতঃপূর্বে/ইতোপূর্বে = ইতি + পূর্বে), অদ্যবধি (হবে অদ্যাবধি = অদ্য + অবধি) ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।

নিয়ম ঃ ০৯ **সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ত্রুটি ঃ** ভাষা প্রয়োগে কখনো চলিত ভাষার রূপের সঙ্গে সাধু ভাষার রূপ মেশানো উচিত নয়। হয় সাধু ভাষার প্রয়োগ হবে, না হয় চলিত ভাষার। ভাষা ব্যবহারে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দোষের বলে এ ধরনের মিশ্রণ সযত্নে পরিহার করতে হয়। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা গেলে যে কোন একটি রীতিতে তা পরিবর্তন করে নিতে হয়।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।
শুদ্ধ : শামীমের চিঠি দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন (সাধু)। **অথবা,** শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন (চলিত)।

নিয়ম ঃ ১০ **যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল ঃ** এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন, 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে-'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, 'নিশ্চয়' বিশেষ্য। একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হবে 'নিশ্চিত'।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : **সমৃদ্ধশালী** বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
শুদ্ধ : **সমৃদ্ধ** (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

নিয়ম ঃ ১১ **লিঙ্গ-সংগতিজনিত ভুল ঃ** বাংলা সাধু ভাষার এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এ রকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

নিয়ম ঃ ১২ **প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল ঃ** প্রবাদ-প্রবচনের মূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূল অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে।
শুদ্ধ : পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সরষেফুল দেখে।

নিয়ম ঃ ১৩ **বিভক্তি প্রয়োগ সংগতি ঃ** বিভক্তি প্রয়োগ অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি যেন না থাকে।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।
শুদ্ধ : বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।

নিয়ম ঃ ১৪ **বাক্য সর্বনাম প্রয়োগে সংগতি ঃ** বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ, কখনো কখনো সর্বনামের অবস্থান বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
শুদ্ধ : তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

নিয়ম ঃ ১৫ **ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সংগতি ঃ** যথাযথ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে।
শুদ্ধ : এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ঘটছে।

নিয়ম ঃ ১৬ **অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ঃ** অসঙ্গতি পূর্ণ কিছু শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন- বৈমাত্রেয় সহোদর (সহোদর অর্থ একই মায়ের উদরে যার জন্ম; পক্ষান্তরে বৈমাত্রেয় অর্থ সৎ মায়ের উদরে যার জন্ম), আরোগ্য হওয়া (আরোগ্য'র সাথে হওয়া অসঙ্গতি পূর্ণ; হবে আরোগ্য লাভ করা), প্রবীণ বৃক্ষ (প্রবীণের সাথে বৃক্ষ সঙ্গতি পূর্ণ নয়; হবে প্রাচীন বৃক্ষ), সভাগৃহ (হবে সভাকক্ষ)।

উদাহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ : মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

নিয়ম ঃ ১৭ **য-ফলা (্য) এবং রেফ (র্) সম্পর্কিত সতর্কতা ঃ** য-ফলা (্য) ঃ এ বিষয়ে দু-একটি সাধারণ সূত্র মনে রাখলে ভুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সাধারণত বিশেষ্যের ক্ষেত্রে য-ফলা (্য) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দটি যদি বিশেষণ হয় আর সেই শব্দের শেষ অক্ষরে যদি র-ফলা (্র) বা রেফ (র্) থাকে তবে ঐ শব্দের বিশেষ্যে পরিণত হতে গেলে য-ফলা (্য) দরকার পড়বে।

উদারহরণ ঃ **অশুদ্ধ** : দারিদ্রতা বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা।
শুদ্ধ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা।

নিয়ম ঃ ১৮ **নয় তো/নয়তো ঃ উদাহরণ লক্ষ্য করুন ঃ** ক) আজ নয়, তো কাল যাব? খাঁটি মুক্তো নয় তো, নকল মুক্তো; কিছুকাল পরে নিজেই জানান দেব। খ) তুমি যেও, নয়তো মা খুব ভাববে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে 'নয় তো' এবং 'নয়তো' শব্দের ভিতরে অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। 'নয় তো' মানে 'নয়' আর 'নয়তো' বোঝাচ্ছে বিকল্পথ। একইভাবে 'হয় তো' হচ্ছে হাঁ-সূচক, আর 'হয়তো' হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

Student Work

বাক্য শুদ্ধিকরণ : বিগত প্রশ্ন

৩৪তম BCS

০১) তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।	০১) তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
০২) এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।	০২) এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
০৩) মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।	০৩) মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
০৪) তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।	০৪) তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
০৫) সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	০৫) সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
০৬) এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।	০৬) এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।
০৭) আমি অপমান হয়েছি।	০৭) আমি অপমানিত হয়েছি।
০৮) এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।	০৮) এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
০৯) এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।	০৯) এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।
১০) তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।	১০) তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
১১) বালকটি আরোগ্য হয়েছে।	১১) বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
১২) সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।	১২) সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

৩৩তম BCS

০১) এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।	০১) এসবকে আমি চিনি।
০২) তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।	০২) তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
০৩) শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	০৩) শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
০৪) তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।	০৪) তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।
০৫) সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।	০৫) সে গাছ থেকে অবতরণ করল।

০৬) অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।	০৬) অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
০৭) আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।	০৭) আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
০৮) তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	০৮) তার দরিদ্রতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
০৯) আমি অপমান হয়েছি।	০৯) আমি অপমানিত হয়েছি।
১০) ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।	১০) ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিল।
১১) নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।	১১) নিরপরাধ লোক কাউকে ভয় করে না।
১২) অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	১২) অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৩২তম BCS

০১) দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	০১) দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
০২) ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।	০২) ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
০৩) এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।	০৩) এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
০৪) আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	০৪) আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
০৫) আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।	০৫) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
০৬) তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	০৬) তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (ভগ্নি) অসুস্থ।
০৭) সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	০৭) সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
০৮) পাতায় পাতায় পরে নিশির শিশির।	০৮) পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
০৯) ঝন্‌ঝা শেষ হইতে না হতে কুঝঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।	০৯) ঝঞ্ঝা শেষ হইতে না হইতে কুঝঝটিকা অঞ্চলটি ছাইয়া ফেলিল।
১০) পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারত্ত হয়।	১০) পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
১১) সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যয্য ঘোষণা করিলেন।	১১) সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যায্য ঘোষণা করলেন।
১২) অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।	১২) অনূদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৩১তম BCS

০১) সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।	০১) সমস্ত প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
০২) মুমূর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।	০২) মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
০৩) তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছে।	০৩) তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
০৪) রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।	০৪) রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য অধিকতর সাহায্যের প্রয়োজন।
০৫) কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।	০৫) কারও জন্যই দৈন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।
০৬) আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।	০৬) আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
০৭) পুকুর পরিস্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষনা করেছে।	০৭) পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
০৮) অদ্যক্ষ মহদয় ঘটনার বিশৎ বিবরণ জানতে চাইল।	০৮) অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
০৯) বিষয়টি মস্তিষ্ক গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।	০৯) বিষয়টি মস্তিষ্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধিরও যোগ্য।
১০) অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।	১০) অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।
১১) সেই ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।	১১) সেই বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।
১২) লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।	১২) লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চড়ছে ঘোটক।

SMS (01613 43 20 65)

৩০তম BCS

০১) অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।	০১) অস্তায়মান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্র-সৈকতে ভিড় করেছে।
০২) তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।	০২) তিনি সস্ত্রীক বাইরে গেছেন।
০৩) সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।	০৩) ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
০৪) অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।	০৪) অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
০৫) মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।	০৫) মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
০৬) আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।	০৬) আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
০৭) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।	০৭) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা অনুচিত।
০৮) নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।	০৮) নতুন নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
০৯) তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।	০৯) তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
১০) রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।	১০) রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।
১১) বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।	১১) সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরিতে ছাড়বে।
১২) ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।	১২) ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

২৯ তম BCS

০১) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	০১) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
০২) সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।	০২) সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
০৩) সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	০৩) সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
০৪) ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।	০৪) ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছের আকার একই রকমের।
০৫) তাহার শুশ্রুষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।	০৫) তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
০৬) এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	০৬) এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা কখনও অনুভব করিনি।
০৭) স্ব স্ব ভূমির পুস্করিনী পরিস্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।	০৭) স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।
০৮) কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।	০৮) কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে।
০৯) তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	০৯) তিনি আনন্দিত (সানন্দ) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
১০) সে যে ব্যাকারণের বিভিষীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।	১০) সে যে ব্যাকরণের বিভীষিকায় ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
১১) নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্বাধীনে আছে।	১১) নদী-তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে (অধীনে) আছে।
১২) ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো।	১২) ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়লো।

২৮ তম BCS

০১) এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।	০১) এমন মধুর আচরণ সবার মুগ্ধতা সৃষ্টি করবেই।
০২) সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই?	০২) শঙ্কিত (সশঙ্ক) মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে– এমন ভাবছ কোন কারণে?
০৩) কবি সামগ্রের ধারনা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়?	০৩) কবি-সামগ্রের ধারণায় ত্রুটি রয়োছে বলে মনে হয়?
০৪) প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতঞ্জলীপূটে গ্রহণ করতে হয়।	০৪) প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় না, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপূটে গ্রহণ করতে হয়।

০৫) হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।	০৫) কেঁচো খুঁড়িতেই গর্ত হইতে বিশাল লম্বা সর্প বাহির হইল।
০৬) সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিস্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তুপিকৃত করে রাখিতেছিল।	০৬) সকল ঝাড়ুদার মহিলা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতা রাস্তার এক পাশে স্তূপীকৃত করে রাখছিল।
০৭) বর্শা সজল মেঘকজ্জ্বল দিবসে সূর্য্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।	০৭) বর্ষা সজল মেঘকরোজ্জ্বল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
০৮) বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।	০৮) বাংলাদেশের পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
০৯) বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রোষধি।	০৯) বিশ্ব-সভ্যতার রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধ।
১০) মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।	১০) মানুষের শরীর-ঘেঁষা যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরনো।
১১) অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্ন ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য্য।	১১) অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে থাকে, সেটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।
১২) এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।	১২) এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকে লোকারণ্য বলে মনে হয়।

২৭ তম BCS

০১) তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।	০১) তিনি শহিদমিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
০২) জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	০২) জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।
০৩) কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	০৩) কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
০৪) রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন	০৪) রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
০৫) তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই।	০৫) তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
০৬) দারীদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট	০৬) দরিদ্রতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
০৭) দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য।	০৭) দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
০৮) নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	০৮) নেপালের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা কর।
০৯) সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না।	০৯) সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
১০) স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	১০) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২৪ তম BCS

০১) বানান ভূল দোষণীয়।	০১) বানান ভুল দূষণীয়।
০২) ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।	০২) ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
০৩) উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।	০৩) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।
০৪) অধীনস্ত কর্মচারীরা এটি করেছে।	০৪) অধীনস্থ কর্মচারীগণ এটি করেছে।
০৫) ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী	০৫) ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
০৬) জাপান উন্নতশীল দেশ।	০৬) জাপান উন্নত দেশ।
০৭) বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান।	০৭) বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
০৮) দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।	০৮) দুষ্কৃতিকারীরা সমাজের শত্রু।
০৯) দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	০৯) দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
১০) বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।	১০) বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

SMS (01613 43 20 65)

২৩ তম BCS

০১) জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।	০১) জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
০২) নিজের বিষয়ে তার কোনো মনযোগ নেই।	০২) নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই।
০৩) তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।	০৩) তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
০৪) নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	০৪) নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
০৫) সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।	০৫) সে আকণ্ঠ পান করেছে।
০৬) মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্কিত হ'ল।	০৬) মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্ক (শঙ্কিত) হল।
০৭) বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	০৭) বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
০৮) এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযজ্য নয়।	০৮) এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।
০৯) তার সৃজিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।	০৯) সৃষ্ট ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।
১০) সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।	১০) সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

২২ তম BCS

০১) জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।	০১) জমির সামান্য আয় থেকে তিনি কোনোমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।
০২) শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	০২) শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন (অন্যতম) শ্রেষ্ঠ কবি।
০৩) কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।	০৩) কলেজের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।
০৪) বিয়েবারিতে গিয়ে তিনি অকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।	০৪) বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
০৫) বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।	০৫) বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
০৬) বমালশুদ্ধ চোর গ্রোপ্তার হয়েছে।	০৬) বমাল/ মালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
০৭) আদালত তাঁকে স্বশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন	০৭) আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
০৮) তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।	০৮) কঠিন পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।
০৯) সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।	০৯) সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।
১০) সাধারণ জন গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।	১০) সাধারণ মানুষ গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।

২১ তম BCS

০১) জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	০১) জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
০২) শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।	০২) শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
০৩) ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।	০৩) ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
০৪) অঙ্ক কষিতে ভূল করা উচিৎ নয়।	০৪) অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়।
০৫) অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।	০৫) অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
০৬) এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।	০৬) এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল।
০৭) তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেসনে গিয়াছেন।	০৭) তিনি সস্ত্রীক স্টেসনে গিয়াছেন।
০৮) সন্মান, সান্তনা, সন্তান, সমিচিন শব্দাবলী অনেক ছাত্রছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।	০৮) সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন শব্দাবলি অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।
০৯) রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে।	০৯) রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্য রয়েছে।
১০) তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	১০) তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (ভগ্নি) অসুস্থ।

BCS Preparation

২০ তম BCS

০১) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	০১) রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
০২) তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছিলো।	০২) তার উদ্ধত আচরণে ব্যথিত হয়েছিলাম।
০৩) সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	০৩) সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
০৪) অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবায	০৪) অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
০৫) তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	০৫) তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
০৬) এ দায়িত্ব আমাকে দিও না।	০৬) এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।
০৭) শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিনি।	০৭) শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।
০৮) আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?	০৮) আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?
০৯) আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	০৯) আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।
১০) তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।	১০) তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ/চাক্ষুষ সাক্ষী।

১৮ তম BCS

০১) ইদানিং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	০১) ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
০২) প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না	০২) প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
০৩) তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।	০৩) তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন।
০৪) এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে	০৪) এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
০৫) জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	০৫) জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
০৬) পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।	০৬) সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।
০৭) নীরিহ অতিথি শুধু আসির্বাদ চেয়েছিলেন।	০৭) নিরিহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
০৮) সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	০৮) সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
০৯) ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।	০৯) ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।
১০) ব্যধিই সংক্রামক, স্বাস্থ নয়।	১০) ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

১৭ তম BCS

০১) তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।	০১) তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
০২) শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে।	০২) শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
০৩) মুর্খ লোকের দূর্গতির সীমা থাকে না।	০৩) মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
০৪) মুহূর্তের ভুলে বিদুসকরাও বিপাকে পড়ে।	০৪) মুহূর্তের ভুলে বিদুষকরাও বিপাকে পড়ে।
০৫) পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	০৫) পুরান চাল ভাতে বাড়ে।
০৬) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	০৬) সলজ্জ/ লজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
০৭) তার মত কুশীল শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।	০৭) তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
০৮) আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।	০৮) আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
০৯) তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন।	০৯) তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন।

১০) একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে।	১০) একবিংশ শতাব্দী আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রহিয়াছে।
১১) সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হতেছে বাজেট।	১১) সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম বাজেট।
১২) স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।	১২) স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে।
১৩) ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।	১৩) ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।

১৫ তম BCS

০১) আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	০১) সে, তুমি ও আমি কাল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
০২) যিনি যথাথই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।	০২) যিনি যথাথই বিদ্বান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
০৩) তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশ গিয়াছে।	০৩) তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়েছে।
০৪) বিষয়টির বিসদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।	০৪) বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।
০৫) ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	০৫) এটা একটা মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
০৬) পরিবেশে দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।	০৬) পরিবেশ দূষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।
০৭) দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	০৭) দরিদ্রতা (দারিদ্র্য) বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
০৮) এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	০৮) এই সব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই।
০৯) শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।	০৯) শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ ব্যক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
১০) মণিষী ডঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।	১০) মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
১১) তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	১১) তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।
১২) তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে।	১২) তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।
১৩) তোমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।	১৩) তোমরা সুখে-দুঃখে পরস্পরের সাথি হও।
১৪) বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	১৪) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।

১৩ তম BCS

০১) মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	০১) মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
০২) অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছনা কেন?	০২) অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
০৩) আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কি?	০৩) আমাদের দৈন্য দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
০৪) পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	০৪) পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
০৫) বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।	০৫) বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামী।
০৬) ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।	০৬) ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
০৭) সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যাথা, ঔষুধ দেব কোথায়?	০৭) সর্বদেহে অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা?
০৮) কালানুক্রমানুসারে আমি সবই জানতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	০৮) কালানুক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।

০৯) বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম।	০৯) বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তোমাকে দেখছিলাম।
১০) মনোনীত কবিতা হতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।	১০) নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
১১) মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন।	১১) মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।
১২) অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।	১২) অনাদি (অনন্ত) কাল ধরে আমি তোমাকে স্মরণ করব।
১৩) রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐক্যমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	১৩) রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু (আগামী দিনে) ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
১৪) অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।	১৪) অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।

১১ তম BCS

০১) এমন অসহ্যনীয় ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।	০১) এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা কখনও অনুভব করিনি।
০২) সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলো না।	০২) সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
০৩) মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	০৩) মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
০৪) সর্ব বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	০৪) সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
০৫) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	০৫) অন্নাভাবে ঘরে ঘরে (প্রতিঘরে) হাহাকার।
০৬) শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে।	০৬) শশীভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
০৭) তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	০৭) তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
০৮) সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	০৮) সে সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়েছে।
০৯) আবাল্য হতেই স্বযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিৎ।	০৯) আবাল্য (বাল্য থেকেই) যত্নপূর্বক (সযত্নে) ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
১০) সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিৎ।	১০) সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করা উচিত।
১১) তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।	১১) তার কাজ করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।
১২) মাতৃবিয়োগে তিনি শোকারলে মগ্ন।	১২) মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।
১৩) গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পড়েছিল।	১৩) গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
১৪) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	১৪) তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১০ তম BCS

০১) তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	০১) তিনি সানন্দ (আনন্দিত) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
০২) লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।	০২) লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
০৩) তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল।	০৩) তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
০৪) তার মত করিতকর্মী লোক আর হয় না।	০৪) তার মতো করিৎকর্মা লোক আর হয় না।
০৫) সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্টতম খেলোয়াড়।	০৫) সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
০৬) বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।	০৬) বিবদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।
০৭) হিমালয় পর্বত দুর্লংঘ্যনীয়।	০৭) হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘ্য।
০৮) তিনি এখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	০৮) তিনি এখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি।

০৯) সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	০৯) সে ভিড়ে অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
১০) তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	১০) তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
১১) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	১১) সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
১২) মুমূর্ষ ব্যক্তির সেবা করবে।	১২) মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
১৩) অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	১৩) অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
১৪) মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	১৪) মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।

Student Work

শব্দের উৎসগত পরিচয়

প্রশ্ন- ০১। নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন : (৩৫তম বিসিএস)

কিস্তি, পুলটিস, টোপর, সোহাগ, পাপড়, ভাত।

তৎসম

সূর্য, চন্দ্র, পর্বত, রবি, শশী, নক্ষত্র, মনুষ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ধর্ম, কর্ম, ভোজন, শয়ন, সত্য, ক্ষমা, ক্ষমতা, ঘৃত, চর্ম, জল, জলদ, অদ্য, ক্ষতি, কুণ্ডল, দীক্ষিত, বন্য, মুক্তি, ভবন, পত্র, প্রস্তর।

অর্ধ-তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরুজ	পুত্র >	পুত্তুর
রাত্রি >	রাত্তির	যত্ন >	যতন
কৃষ্ণ >	কেষ্ট	শ্রাদ্ধ >	ছেরাদ্দ
প্রাণ >	পরান	ক্ষুধা >	খিদে
নিমন্ত্রণ >	নেমনতন্ন	প্রণাম >	পেন্নাম
জ্যোৎস্না >	জোছনা/ জোসনা	গৃহিণী >	গিন্নি

তদ্ভব শব্দ

তৎসম শব্দ	প্রাকৃত	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হত্থ >	হাত
কৃষ্ণ >	কাহ্ন >	কানু
কার্য >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ
পদ >	পাঅ >	পা

দেশি শব্দ

চাউল, ঢেঁকি, কুলা, মই, বাদুড়, ডিঙ্গি, টোপর, চাঙারি, ডাব, চোঙা, কয়লা, যাঁতা, ঝিঙা, পেট, কাঁটা, কামড়, ডাঁসা, ডাগর, মেকি, গয়লা, পয়লা, খড়।

মিশ্র শব্দ

খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম), চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম), রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি), পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), ডাক্তারখানা (ইংরেজি + ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি), কালি-কলম (সংস্কৃত + ফারসি)।

আরবি শব্দ

আল্লাহ, কুরআন, ইমান, হারাম, হালাল, কাফন, কাফের, আকবর, যাকাত, আমানত, দুনিয়া, জেহাদ, ফরজ, কেরামতি, ইনকিলাব, ইনসান, কৈফিয়ৎ, গায়েব, ফকির, দৌলত, গরিব, খাজনা, মসজিদ, মাদ্রাসা, কেয়ামত, কোরবানি, মনিব, মলম, সিন্দুক, দোয়াত, কলম, আমলা, আমিন, আলাদ, আসল, আসবাব, আসামি, ইদ, ইসলাম, ইহুদি, উকিল, উজির, ওকালত, কদম, কামিজ, কালিমা, কুদরত, কেতাব, কদর, কেবলা, কসাই, খবর, খারাপ, খাসি, গজল, জরিমানা, জলসা, জাহাজ, জুলুম, তওবা, তালাক, তুফান, দাখিল, দালাল, নবাব, মসনদ, মিনতি, মুশকিল, মোল্লা, শয়তান, লেবু, লোকসান, হেফাজত, বকেয়া, মুসাফির।

ফারসি শব্দ

খোদা, নামায, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, পয়গম্বর, বাদশাহ, বেগম, দরবার, কারখানা, দোকান, চশমা, জামদানি, পেয়াদা, পেশকার, মোহর, তরমুজ, দর্জি, কামান, নামি, নাশতা, মাহিনা, বেতার, চাকর, আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম, আলু, আসমান, কাগজ, কাবুলি, কারবার, খরগোশ, খানসামা, খুচরা, খুশি, গরম, গালিচা, বালিশ, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, চাকরি, চাদর, চাঁদা, জঙ্গল, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জায়গা, দরবেশ, দাঙ্গা, দামামা, দারোয়ান, দেয়াল, পাঞ্জাব, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাদাম, বিবি, রোজ, লাল, শরম, সুদ, সেতার, হিন্দু, হাজার, ফরমান, সফেদ, নার্গিস।

ইংরেজি শব্দ

ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, সার্জন, কলেজ, স্কুল, লাইব্রেরি, বোতল, আস্তাবল, ইঞ্জিন, সিনেমা, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, প্যাকেট, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, গেলাস, ক্লাস, কোম্পানি, অফিস, উইল, ট্রেন, ট্রাম, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, কেস, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোগ্রাফ।

পর্তুগিজ শব্দ

পাদ্রি, বালতি, আনারস, গির্জা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন, পাউরুটি, আতা, আচার, আয়া, আলকাতরা, ইস্পাত, ইস্তিরি, কামিজ, কাতান, কেদারা, গামলা, কাবাব, পিরিচ, কেরানি, কামরা, ক্রুশ, জানালা, গরাদ, তোয়ালে, নিলাম, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পিস্তল, ফালতু, ফিরিঙ্গি, ফিতা, বারান্দা, তামাক, বোতাম, বাসন, বোমা, বেহালা, বর্গা, মার্কা, মিস্ত্রি, মাস্তুল, মসকরা, মাইরি, যিশু, সাবান, টুপি, সালসা, সাগু, কপি, পেঁপে।

তুর্কি শব্দ

বিবি, খাতুন, লাশ, মোগল, বাহাদুর, তোশক, বাইজি, উজবুক, উর্দি, কোঁতকা, দারোগা, কঞ্চি, তালাশ, চাকু, কাচি, চকমক, ঝকমক, চিক, আলখাল্লা, বাবুর্চি, খান, খোকা, কোরমা, কুর্নিশ, উর্দু, দাদা, নানা, ঠাকুর, বাবা, মুচলেকা, সওগাত, বাস, চাকর, কুলি, বারুদ, তোপ, কাবু।

স্পেনিশ

তামাক।

মেক্সিকান

চকলেট।

ফরাসি

কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ।

জাপানি শব্দ

হারিকিরি, রিকশা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারেটে, প্যাগোডা।

চিনা শব্দ

চা, চিনি, লিচু, লুচি।

ওলন্দাজ

টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন।

বর্মি শব্দ

লুঙ্গি, ফুঙ্গি।

হিন্দি

কাহিনি, চামেলি, ফালতু, পানি, টহল, ডেরা, চালু, তাগড়া, ছিনতাই, কমলা, বার্তা, পুরি, মিঠাই, তরকারি, বাচ্চা, ঠাণ্ডা, চানাচুর।

পাঞ্জাবি

তারকা, শিখ, চাহিদা।

গুজরাটি

খদ্দর, হরতাল।

মারাঠি

বরগি।

সিংহলি

সিডর।

S@ifur's BCS

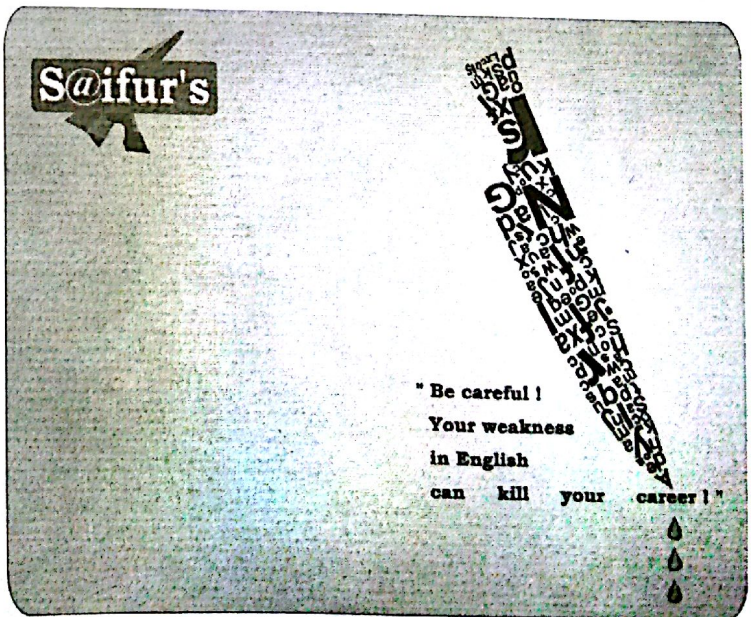

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com